Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 191
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 187 - 191
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কিন্নর রায়ের ‘প্রকৃতিপাঠ’ : বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচর্চার ধারায় অভিনব মাইলফলক

ড. সাম্পান চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী
Email ID : sampan@bhu.ac.in

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Eco-Text, Nature writing, sustainable Development, consumerism, environmental consciousness, character study, positive criticism.

Abstract
Human and nature are two different forms of collaborative formation of the environment surrounding us. All the other constituents, living or non-living, also forms the superstructure of livelihood and life in this planet blue earth. Environmental writings, Eco-texts and/or criticism of the same are writings that are both about the earth that is nature, animals, and/or the relationship between the natural world and the human-built environment. They have a strong environmentalist/ecological message of bonding, preserving and maintaining the quality of life in present as well as would be future. Eco critic texts portray the urge to be sincere about the nature's distress calls made up through the recurring misuse of our planet earth. Sustainable measure is being taken for the procurement of conservation of human and nature.

Novelist Kinnar Roy's 'Prakritipath' (1990) is a milestone Bengali novel from this concern. He started writing from the late 70's and has been awarded with distinguished prizes for the same. He loves to follow nature, mostly the birds and their lives. In this text also, an approach has been made to the readers to reinvent the surrounding nature which is continuously getting poisoned, throttled and suffocated by the rigorous misappropriation by the consumerist civilization.

This paper tries to focus and analyses the certain way outs and remedies to return to our mother nature with the eyes of the foremost central character of the novel, 'satiprasanna' and his sole fight to protect our natural indigenous identity as good human beings and a better Samaritan. As in context It is also discussed about the prevailing outline of the new trend - ecocriticism in Bengali literature.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 191
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

'প্রকৃতিপাঠ' নামে দিকবদলকারী বাংলা উপন্যাসের ভূমিকায় কিন্নর রায় লিখেছিলেন, ঘাসফড়িং, উধাও নীল আকাশ, ডানা মেলা শালিখ, আশ্চর্য রহস্যময় নারী এবং পুরুষ, এসব নিয়েই প্রকৃতিপাঠ। উপন্যাসটিতে তিনি একলা সাধক। প্রকৃতিরক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা আন্দোলনের একলা পথিক। নাম ভূমিকায় নায়ক সতীপ্রসন্ন। ঘুমঝুপড়ি অন্ধকার ও কাদামাটির রাস্তা পার হয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হতাশ সতীপ্রসন্নর মনে হয়েছিল –

> "জীবনে মানুষ একলা কি-ই বা করতে পারে! সংগঠনে, সম্মেলনে, সমবেত উদ্যোগে মানুষ এগোয়- একটা বিশ্বাস এখনো আছে সতীপ্রসন্নর।"[১]

এর অনুষঙ্গ অবশ্য আরো একটু দূরের। ছয় বছর আগে মেট্রো সিনেমায় 'টুথ এন্ড ক্ল' নামক অরণ্যসন্নিধানের ছবি; দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা ওয়াইল্ডবিস্টের দলের পিছনে ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ হলুদ বিদ্যুৎ চিতার মারণফন্দি। মানুষের অসচেতন অতিব্যবহারে দূষণ এবং প্রকৃতিক্ষয় এভাবেই ছুটে আসছে সভ্যতা ধ্বংসের ফাঁদ নিয়ে, 'পরিবেশ' পত্রিকার সম্পাদক, প্রিন্টার, পাবলিশার সতীপ্রসন্ন তা জানেন। একাই লড়েন। ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস করে, বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সভ্যতার বিষ হজম করা মানুষ তার এই অনাগত মৃত্যুসম্ভাবনার কথা জানে কি? সেই প্রসঙ্গকেই বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম উপস্থিত করেছিলেন কিন্নর রায়।

পরিবেশ চেতনাবাদী সাহিত্যধারায় মানবপ্রকৃতি বোঝাতে সম্পূর্ণত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং তার সার্বিক জীববৈচিত্রকে বোঝানো হয়। ভাষা ও সাহিত্যরচনার পরিস্থিতিতে দুইমুখে সাহিত্য ও পরিবেশ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেয় যে সমালোচনা ধারা, তাকেই গত শতকের বিশ-ত্রিশ বছর ধরে Eco-Criticism বা পরিবেশ চেতনাবাদী সাহিত্য হিসেবে পড়া শুরু হয়েছে। 'Eco-Text' কথাটিও সেই অনুষঙ্গেই প্রযোজ্য। ১৯৭৮ সালে উইলিয়াম রুয়েকার্ট একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; 'Literature and Ecology: An Experiment in Eco-criticism', সেখানে 'Ecology' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছেন তিনি। ভাববস্তুটি বাংলা সাহিত্যে খুব অভিনব নয়, বরং বহু চর্চিত ছিল। তার অবশ্য রূপভেদ ছিল। এত দিন যা ছিল Study of nature writing, তার একটা তত্ত্বমত নাম পাওয়া গেল। ১৯৯৬ সালে সেরিলা গ্লটফেল্টি সম্পাদনা করেন 'The Eco-Criticism Reader' বইটি। তাঁর প্রদত্ত ব্যখ্যার দিকে তাকালে অবশ্য দুটি শব্দবন্ধ জরুরি হয়ে ওঠে।

> "দি ফিসিক্যাল এনভায়রনমেন্ট' এবং 'আর্থ সেন্টারড অ্যাপ্রোচ।"[২]

সুতরাং কেবল প্রকৃতিকে নিয়ে কাব্য লেখা নয়, রীতিমত অ্যানালিটিকাল অ্যাপ্রোচে বিষয় হিসেবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানবের সহাবস্থান।

সাহিত্য এবং ভৌত পরিবেশের এই আন্তঃসম্পর্ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে Physical Environment বলতে কেবল পার্থিব পরিবেশকেই বোঝায় না, মানুষ সৃষ্ট পরিবেশকেও বোঝায়। Eco-Text, সুতরাং পরিবেশের অবনমন সংক্রান্ত আলোচনা করে, পরিবেশতন্ত্রকে রক্ষা করবার উপায় অন্বেষণ করে, বিজ্ঞানে যার নাম দেওয়া হয়েছে Sustainable Development. ১৯৬২ সালে রাচেল কারসনের লেখা 'Silent Spring' জীবনবিজ্ঞান ও পরিবেশবিজ্ঞান সংক্রান্ত এই বিদ্যাধারাটির প্রথম সফল ফসল। বাংলা সাহিত্যে কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতিপাঠ' (১৯৯০) এ বিষয়ে মাইলফলক। বিশ্বায়নের প্রভাবে খোলাবাজার এবং গ্লোবাল ভিলেজ হবার কর্পোরেট দৌড়ে উন্নয়নের মডেলটি হয়ে দাঁড়ায় জল, জঙ্গল, জমি ও পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থানের বাইরে গিয়ে একধরণের কৃত্রিম স্বাভাবিকতা তৈরি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেনার আয়োজন, ভোগবিলাস ও জীবনযাপনের মান নির্ধারণ, বিজ্ঞাপনী প্রভাবের লোভের ছিদ্র দিয়েই প্রবেশ করে কনসিউমারিসম, পুঁজিবাদ। সম্পদের সম্পূর্ণ ভোগ নয়, বরং সম্পদের সীমানা মেনে ব্যবহার এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়- এটাই সাসটেনেবল জীবনের বর্তমান মানদণ্ড। সেই মানদণ্ডকে সাহিত্যে ধরে রাখার আয়োজন বাংলা সাহিত্যে গত দুই তিন দশকের লেখালিখিতে বারবার এসেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 191
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অমিতাভ ঘোষের 'The Hungry Tide', অরুন্ধতী রায়ের 'The God of Small Things', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির', অমর মিত্রের 'কৃষ্ণগহ্বর', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ফুল ছোঁয়ানো' - এমন অজস্র উপন্যাস ও ছোটোগল্পে সরাসরি এল প্রকৃতির কথা। পরিবেশের ভারসাম্যের কথা। প্রচলিত একটি নেটিভ আমেরিকান প্রবাদের কথা বেশকিছুদিন ধরেই সমাজ মাধ্যমে ও সোসাল মিডিয়ার পর্দায় ঘুরতে দেখি —

> "যখন শেষ গাছটি কেটে ফেলা হবে/ শেষ মাছটি খেয়ে ফেলা হবে/ শেষ জলধারা বিষাক্ত হবে/ তখন তুমি বুঝবে টাকা খাওয়া যায় না।"[৩]

বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলে সীমা ছাড়ালেই বিপন্নতা, অতএব আত্মসচেতনতা এবং অন্যজনকেও সেই সচেতনতার ভাগীদার করা - কবি এ দায়িত্ব থেকে উদ্ধার পেতে পারেন না। 'প্রকৃতিপাঠ' উপন্যাসটি তাই আদ্যন্ত মায়াময় নস্টালজিয়ার আবেদন। হারিয়ে ফেলা প্রকৃতির কাছে ফেরার গান। চারপাশের প্রকৃতিকে ছুঁয়ে, বুঝে আঁকড়ে থাকার আহ্বান। নিবিড় ছেলেমানুষের মত হাতে ধরে ধরে শিশুকে শেখানোর মত প্রকৃতি চেনানো, আবার, বড় ক্ষতি হয়ে যাবার আগেই।

উপন্যাসের স্বাভাবিক গতি এসেছে নিজের মত। সুধাপ্রসন্ন, সতীপ্রসন্ন, অপরাজিতা ও মনোরমা ছাড়াও এ উপন্যাসে বহু চরিত্র আছে, আছে তাদের দোতলা বাড়ির ভাড়াটেরা, বিদেশে থিতু হয়ে যাওয়া সন্তান সন্ততী এবং তাদের পরিবার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উপন্যাসে মূল চরিত্র হয়ে ওঠে প্রকৃতি।

> "পরিবেশ এবং দূষণ নিয়ে দুশ্চিন্তা এখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই। মানুষ তারই সভ্যতার ধোঁয়ার, তেলকালিতে, সমুদ্র, আকাশ, নদী- সবেতেই ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ। মাইলের পর মাইল অরণ্য ধ্বংস করে ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট করেছে। গোটা ইওরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে গ্রীন হাউজ ভীতি- যা কিনা দুই মর্ডান কিলার, এইডস আর ক্যানসার বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানুষের মনে। এমন কি স্টার ওয়ারস্ বা পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকেও দূষণকে বেশি বেশি করে ভয় পেতে শুরু করেছে সভ্যতা, খুব সঙ্গত কারণেই।"[৪]

জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণের সম্মিলিত পরিবেশ দূষণে কলকাতা এবং সন্নিহিত অংশের আকাশ বাতাস জলবায়ু ও জীবজন্তু এবং মানুষও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। শহর ও সবুজের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আত্মসুখপরায়ণ মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলছে। 'প্রকৃতিপাঠ' উপন্যাসে তথ্যবিপুল বিশ্লেষণ করেছেন কিন্নর রায়, মূল চরিত্র সতীপ্রসন্নর মধ্যে দিয়ে। প্লাস্টিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বর্জ্য মিশছে নদী বা সমুদ্রে, নাব্যতা হ্রাস হচ্ছে, জলচর প্রাণীর বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। প্রসঙ্গত তিনি এনেছেন গঙ্গা দূষণের কথা যা ইলিশের অপ্রাপ্তির প্রাথমিক কারণ। কলকাতায়, জলের বড় উৎস ছিল পুকুর। এই উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা যেখানে, সেই সিরিটি বেহালা অঞ্চলেও মিঠে জলের উৎস ছিল পুকুর। তার নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্র ছিল। হাঁস চরত, বর্ষায় ছোটো মাছের যোগান হত, এলাকা সবুজ ও নান্দনিক হয়ে উঠতে পারতো- 'পরিবেশ' পত্রিকার সচেতন সম্পাদক সতীপ্রসন্ন পরতে পরতে উপন্যাসে তার সাক্ষ্য রেখে যান। সঙ্গে থাকে একাই অসম পরিবেশ লড়াইয়ে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে দূরত্ব,বড়ো বেদনার মত। রিজিওনাল ল্যাঙ্গোয়েজের পত্রিকা তার। 'ডিসকভারি', 'ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক', 'স্যাংচুয়ারি' অথবা 'জিও'-র মতো বিশ্বমানের পত্রিকা বাংলাতে স্বল্পচর্চিত বিষয়ের ক্ষেত্রে দূরকল্পনা। ছাপার খরচ, বিজ্ঞাপন, কভার স্টোরি, মলাট-এসবও থাকে। সঙ্গে আছে অর্থবিত্তে সমৃদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ 'ভবিষ্যৎ'। লক্ষ্যণীয় এটাই যে উপন্যাসের গোটা আদলেই প্রকৃতিপাঠ ও পরিবেশের কথা। বিষয়ের অভিনবত্ব আমাদের কিন্নর রায়ের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভাবায়, ভাবায় বিশ্বসংকটের এই ভয়াবহ ক্রমপরিণতির কথা লেখক কত সহজেই সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ করেছেন পুঁজিবাদের আশ্চর্য রিপ্লেসমেন্ট চমক। শ্যামল নামে সেলসম্যানটি সতীপ্রসন্নের কাছে আসে 'ইনভার্টার' বেচতে। সাধ্যে কুলোয় না বলে কেনা হয় না অবশ্য, কিন্তু বিশ্ববাজার ঢুকে পড়ে শ্যামল নামের ছেলেটির মনে। সতীপ্রসন্নের বাড়ির চারপাশের সবুজ দেখে ছেলেটির মনে হয় 'লস্ট হরাইজন' বলে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কাম রিয়েল এস্টেট গ্রুপের কথা। তারা স্টেশন, বাড়ি, হোটেল সাজিয়ে দেয় সবুজ গাছে। রঙ্গন, রবার আরও নানা কচি বৃক্ষচারা। বদ্ধ জায়গায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 191
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলো-হাওয়ার অভাবে ক্লোরোফিল তৈরি করতে না পেরে স্বাভাবিক খাদ্যের ঘাটতিতে সবুজ গাছ ক্রমে নেতিয়ে গেলে, তাদের নার্শারি থেকে নতুন গাছ রিপ্লেসমেন্ট পৌঁছে দেওয়া হয়। কলকাতার সবুজ ধ্বংস হয়েছে। মানুষ এখন রুফ গার্ডেন, ব্যালকনি গার্ডেনের ভাবনায়।

শুধু সবুজ ধ্বংস নয়, বায়ুদূষণ এখন কলকাতাকে আছন্ন করে ফেলেছে। মবিল-ডিজেল, পেট্রোল পোড়া ধোঁয়া, সিগারেট থেকে আসা প্যাসিভ ধোঁয়ায় নাক চোখ মুখ জ্বালা করে। শব্দের দূষণ অর্থাৎ অথবা গাড়ির হর্নে কলকাতা শহরের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ অর্ধ-বধির হয়ে পড়েছেন। কলকাতার সবুজ খেয়ে নিচ্ছে চক্ররেল, ময়দান, দ্বিতীয় হুগলী সেতু; কিন্তু সেই তুলনায় পশ্চিমী দেশ কেমন গাছ বাঁচিয়ে শহর বাড়াতে পারে। পরিবেশের খুঁটিনাটিতে নিছক সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকেও কিন্নর রায় সুচারুরূপে উপন্যাসের গাঁথুনীতেই ভরে দেন নানা তথ্য। সতীপ্রসন্নের পরিবেশ পত্রিকায় সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কভার স্টোরি বানিয়েছে, তা হল শহরের জঞ্জাল অপসারণ। কলকাতায় দৈনিক জঞ্জাল জমে দুহাজার চারশো টন। এ ময়লা সরানোর জন্য চাই দৈনিক দুশোটি লরি। পুরসভার আছে একশো পঞ্চাশটি লরি। তার মধ্যে চালু একশো তিরিশটি। সম্পূর্ণ ময়লা নিষ্কাশিত হয় না। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও দূষণমুক্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। উদ্বৃত্ত দূষণের অপচয় থেকেও অতএব কলকাতার কোনো মুক্তি নেই। তবে উপন্যাসের সমস্তটাতেই কেবল দূষণের আঙ্গিক বর্ণনা নেই। সতীপ্রসন্নের দাদা সুধাপ্রসন্নের সন্তানরা মার্কিন প্রবাসী। সুধাপ্রসন্ন চিঠি লিখতে ভালোবাসেন। খবরের কাগজের দপ্তরে 'লেটারস টু দ্যি এডিটর' কলামে চিঠি। সে চিঠিতেও বিবিধ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর আবেদনই প্রধান। তাঁর চিঠির বিষয় হয় কলকাতার ট্রাফিক জ্যাম অথবা ঘন্টার পর ঘন্টা নিভে থাকা বিদ্যুতের হাল বিষয়ক। এ উপন্যাসে মণিমালা, দীপেশ এবং অরুণেরও একেবারে নাগরিক, কার্পেটে মোড়া সাহেবজীবনের সমান্তরাল এক জীবনভাষ্য রয়েছে। সুতরাং বাংলা উপন্যাসের জগতে ১৯৯০ সালে অথবা পরবর্তী সময়ে পরিবেশ সচেতনতা বা টেকসই জীবনোন্নয়নকে বিষয় করে যে নতুন ধারার সাহিত্যসম্ভার শুরু হবে তার সূচনাবিন্দুটিও মানবজীবনের দৈনন্দিনতা, নারী-পুরুষের দাম্পত্য ও দাম্পত্য বহির্ভুত সম্পর্ক অথবা কলেজস্ট্রীটের কর্মব্যস্ত বইপাড়ার ঘুপচি বইয়ের প্রুফ দেখা ও মুড়ি খাওয়ার বাইরের কোনো জগত নয়। পয়সা দিতে না পারার কারণে অরিন সহজেই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে পারে, এইসব নিত্যতার বস্তুজগতকে নিয়েও উপন্যাস এগিয়ে চলে। পরিবেশ সম্পর্কে বরং ঔপন্যাসিক এক্ষেত্রে একধরনের নস্টালজিয়া বয়ে নিয়ে চলেন মনে হয়।

শুধু উপন্যাস নয়, একাধিক ছোটোগল্পেও কিন্নর রায় নজর দিয়েছেন প্রকৃতি ধ্বংস ও পুনরুদ্ধারের ভাবনাটির দিকে। 'মেঘচোর', 'ঝুপুর গাঙশালিখ', নীলফামারীর নীলগাই' অথবা 'ধূলিচন্দন' বা 'মেঘপাতাল' উপন্যাসেও বিষয় হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, আমাজন বা অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, অথবা শিকারে বন্যপ্রাণ ও অরণ্যসম্পদের ক্ষয় অথবা প্রায়বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পাখি ও পশুদের সংরক্ষণ। ১৯৭১-৭২ সাল থেকে অবশ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টের ফলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ওপর সরকারি বিধি আরোপিত হয়। বন্য পশুদের খাদ্যের অভাব লোকালয় পালিয়ে আসা এবং মানুষের হাতে পড়ে মৃত্যু, অবিরাম প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষয়ের সাক্ষ্য দেয়। তারই বিপরীতে প্রায় একার লড়াইকে প্রতিবিম্বিত করতেই পরপর এগিয়ে আসেন এইসব মানুষ যারা উপন্যাস, ছোটগল্পের চরিত্র। সতীপ্রসন্ন, ঝুপু, বটুকের পিসি, অঘা ও বঘা অথবা দর্ভপাণির মতো চরিত্ররা।

বস্তুত কচিকাঁচাদের ডাকে পরিবেশ সচেতনতাই হয়তো, বহুজাতিক পুঁজিসঞ্চয়ী কোম্পানিগুলিকে ধাক্কা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। IPCC'র ষষ্ঠ রিপোর্টে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের জন্যও ভয়ঙ্কর বিপদবার্তা জারি করা হয়েছে। জলমগ্নতার আশঙ্কা সেখানে সবচাইতে বেশি। বরফের অতি দ্রুত গলন এবং সমুদ্রের জলস্তরের ফুলে-ফেঁপে ওঠার কারণে ২০২৩ সালের মধ্যেই উপকূলবর্তী শহরগুলির জলের তলায় প্রবেশের বিপুল সম্ভাবনা।কংক্রিটের জঙ্গল উপুড় হয়ে চেপে ধরায় শহরগুলিতে রোদের তাপ প্রবল পরিমাণে ঢুকলেও বিকিরিত হয়ে ফিরে যাবার সম্ভাবনা পায় না ফলে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, তাপপ্রবাহ আর দূষিত আবহাওয়ায় হাঁসফাঁস করছে শহরবাসী। এ বিষয়ে প্রায় বৈপ্লবিক প্রতিবাদ ঘটিয়ে ফেলেছিলেন গ্রেটা থুনবার্গ ২০১৮ সালে।[৫]

'প্রকৃতিপাঠ' উপন্যাসে এই নস্টালজিয়ার হাত ধরেই হাঁটতে হাঁটতেই কলকাতার পাখি সম্পর্কে অরিনের হাতে লেখা এক আশ্চর্য মায়াময় গদ্যে পক্ষীজগতকে উন্মোচিত করেছেন কিন্নর রায়। গৃহপালিত পাখি, ব্যবসায়ীদের পাখি সম্পর্কে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 191
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আদান প্রদানের খতিয়ান, পরিযায়ী পাখিদের গমনাগমনের খবর, পাখির বাজার এসবই আশ্চর্য দক্ষতায় ও তথ্যসূত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কলকাতার কর্পোরেশনের প্রতীক চিহ্ন একজোড়া হাড়গিলে শকুন, কারণ শকুন কাক শহর পরিষ্কার রাখত। ঋতুকালীন সেই ফিরে আসা অথবা প্রাচুর্য এখন অবক্ষীয়মান। হারিয়ে গেছে অথবা অন্য কোথাও সরে গেছে জলাশয়ের পাখিরা। উচ্চ তেজস্ক্রিয় ত্বরণ ক্ষতি করছে তাদের ওড়ার পরিসরকে, প্রভাবিত করছে চড়ুইদের মতো ছোটো পাখিদের জীবন। অরিনের স্টোরি থেকে জানা যায় পাখি বাঁচিয়ে রাখার জন্য 'বিহঙ্গমা' নামে পক্ষীচর্চার একটি সংগঠনের কথা।[৬] বাংলার বিখ্যাত সব পক্ষীপ্রেমীদের কথাও- পাখিদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের ভালোবাসা, অরণ্য অথবা প্রকৃতিকে কাছে টানার স্বপ্ন দূরগামী ছায়ামাত্র। সালিম আলি, সত্যচরণ লাহা, অমল হোম, জগদানন্দ রায়, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় অজস্র নাম।

তন্ময় হয়ে অরিনের লেখা কভার স্টোরি পড়তে থাকি আমরা। কোথায় গেল পাখির দল? পড়াতে থাকেন কিন্নর রায়। পড়তে পড়তে হতাশ ও আহত হয়ে পড়েন সতীপ্রসন্ন। ভালো রঙের ছাপা, পাখির উড়ন্ত ডানাগুলিকে জীবন্ত করে ছাপিয়ে তোলার ক্ষমতা বা টেকনোলজির সাপোর্ট তার নেই। টেবিল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা 'ভবিষ্যত' হাতে তুলে আবার রেখে দেন সতীপ্রসন্ন। মনে হয় তিনি একজন ব্যর্থ মানুষ, ব্যর্থ সম্পাদক, ব্যর্থ প্রকাশক। বিষাদ ঘিরে ধরে তাকে।

কিন্তু না, বিষাদে এ উপন্যাসের শেষ নয়। নতুন সূচনায় শেষ হয় যাত্রা। সতীপ্রসন্নকে অবাক করে দিয়ে কয়েকদিন পরেই পাড়ার ছেলেরা, নতুন প্রজন্ম, মুখোমুখি হয় তাঁর। দাবির কাগজ হাতে। সচেতন প্রকৃতি রক্ষার সনদপত্র। পাড়ার একমাত্র পুকুরটি বুজিয়ে জলাবদ্ধ হতে দেবে না তারা। চমকে ওঠেন একলা পথিক সতীপ্রসন্ন। এ লড়াই আর তার একার লড়াই নেই, সবাই আসছে। আসবেন পাঠকও। নতুন লড়াই শুরু হবে পরিবেশ বাঁচানোর। ইতিবাচক সেই ইঙ্গিতেই শেষ হয় 'প্রকৃতিপাঠ' উপন্যাসটি। প্রতিশ্রুতি স্বীকার করিয়ে নেন স্বতন্ত্র লেখক কিন্নর রায়, পাঠকদের কাছে। মাঠপুকুরকে জবরদখল করে বে-আইনী বহুতল করতে দেবে না, এই সচেতন আত্মবিশ্বাসে আস্থা রেখে প্রকৃতিপাঠ সম্পূর্ণ করান কিন্নর রায়।

"প্রকৃতি মাঠপুকুর ভরিয়ে দিচ্ছে। তার চারপাশের অনেক মানুষ।"[৭]

Reference:

১. রায়, কিন্নর, 'প্রকৃতিপাঠ', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃ. ১৩

২. কর, অংশুমান, 'ইকোক্রিটিসিজম সম্পর্কে দু-চার কথা', বাংলা কবিতা ও পরিবেশ ভাবনা, রিনি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : ইতিকথা পাবলিকেশান, জুন, ২০২৪, পৃ. ৩৬

৩. https://images.app.goo.gl/otGxJ9hVG6jaKVvA6 retrieved on 19th September, 2024

৪. রায়, কিন্নর, 'প্রকৃতিপাঠ', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত.পৃ. ২১

৫. সেন, সন্তোষ, 'সমকালীন ভাবনায় পরিবেশ সমাজ বিজ্ঞান', কলকাতা : ভুবনডাঙ্গা প্রকাশনা, জুন, ২০২২. পৃ. ১৫৭-১৫৮

৬. মুখোপাধ্যায়, নুনম, 'কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতিপাঠ' : চিন্তনের নবনির্মাণ', ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য, সুশান্ত মন্ডল সম্পাদিত, কলকাতা : দিয়া পাবলিকেশন, জানুয়ারি, পৃ. ৩০১

৭. রায়, কিন্নর, 'প্রকৃতিপাঠ', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃ. ১৫৪